অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক নেটওয়ার্কসহ ইন্টারনেট সুবিধা দিন

দেরীতে হলেও, বাংলাদেশ সরকার তথ্যের মহাসরণীতে বাংলাদেশের সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, প্রথম পর্যায়ে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক ও গ্রামীণ সাইবারনেট নামক দু'টি প্রতিষ্ঠানকে ভিস্যাট সুবিধা দেয়া হয় এবং তার পর ঢাকায় অবস্থিত বেশ কিছু সংস্থার দপ্তরে এর প্রসার ঘটে। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্রাহককে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করে বিশ্বভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ দিচ্ছে। কিন্তু দেশের ডাটা এন্ট্রি ও সফ্‌টওয়্যার শিল্প গঠনের অন্যান্য অবকাঠামো বিশেষ করে প্রশিক্ষিত অপারেটর এবং প্রোগ্রামার তৈরি না হওয়ায় এদের ক্ষমতার সিংহভাগই অব্যবহৃত থাকছে।

এদিকে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার বা অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেই ইন্টারনেটের চাহিদা দিনকে দিন বাড়ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এর সাথে একটি সামগ্রিক সমঝোতার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলো সহজেই দেশের ইন্টারনেট চাহিদাকে স্বল্পমাত্রায় পূরণের জন্য হলেও এগিয়ে আসতে পারে। ইন্টারনেটের জন্ম লগ্নে এটি ব্যবহৃত হচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য এবং ইন্টারনেটের বিভিন্ন উন্নতি সাধিত হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। পরবর্তীকালে এটি ছড়িয়ে পরে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে। কিন্তু আমাদের দেশে ঘটনাটি ঘটছে বিপরীত। ইন্টারনেট প্রথমে আসছে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এবং তার সাহায্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এই ঘটনা দৃষ্টে এটাই প্রতিয়মান হয় যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সময় উপযোগী কারিগরি সহায়তা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে। তবে যাই হোক এই মুহূর্তে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারগুলোকে সমন্বয় করে একটি একাডেমিক নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং সেই জন্য সবার আগে প্রয়োজন BTTB প্রদত্ত একটি VSAT। তাদের এ সাহায্যের হাত ধরে দেশের শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য আর প্রযুক্তি যেমন এগিয়ে যেতে পারবে তেমনি দেশের তরুণ সমাজেও কমপিউটার তথা ইন্টারনেট সচেতনতা গড়ে উঠবে। বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডারের সীমাহীন পরিসরে প্রবেশ করলে একজন তরুণের জীবন দর্শন যেমন স্বচ্ছ-শাণিত হবে, সেই সাথে পরিবর্তিত বিশ্ব চাহিদার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য তার প্রয়াস-পরিকল্পনাও নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করবে। হয়তো এভাবেই ছাত্র রাজনীতির কোন্দল মুখর জগতে একজন তথ্যসচেতন, যুক্তি নির্ভর কুশলী কর্মীর আগমণ ঘটবে, কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলের পরিবর্তে কমপিউটার হবে তার শক্তির উৎস, অস্ত্রের পরিবর্তে তথ্য আর যুক্তি দিয়েই লড়বে সে প্রতিপক্ষের সাথে। এখনো সবই স্বপ্ন আমাদের কাছে। কিন্তু এ স্বপ্ন পূরণে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন ইন্টারটে সংযোগের অধিকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ। তাদের কাছে আমাদের আবেদন আপনারা আমাদের সাহায্য করুন, বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডারের যাদুর কাঠি একবার বুলিয়ে দিন ঘুমিয়ে থাকা বাংলাদেশের ওপর।

এ পরিবর্তনশীল বিশ্বের পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক এখন তথ্য প্রযুক্তি। তথ্য প্রযুক্তি শুধু একটি লাভজনক পণ্যই নয় উৎপাদন মাধ্যমও, একে জড়িয়ে বিভিন্ন জাতির অর্থনীতিতে তথা সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে। আধুনিক বিশ্বে বিদ্যুৎ, পরিবহন, যোগাযোগ ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অবকাঠামো তৈরির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে কমপিউটার নির্ভর অবকাঠামো। আমাদের বেশ ক'বছর আগে এ কাজটিতে হাত দিয়েছে ভারত, ফলশ্রুতিতে অবকাঠামো বিনির্মাণের পাশাপাশি এই প্রযুক্তির বিশাল কর্মযজ্ঞে কাজ করার জন্য যে বিপুল কমপিউটার শিক্ষিত শ্রমশক্তির প্রয়োজন, তাও আজ তারা প্রায় তৈরি করে ফেলেছে। শুধু সময়ের দিক থেকেই নয়, ব্যবসায়িক বুদ্ধির পরিপক্কতার ক্ষেত্রেও ভারত অনেক অনেক এগিয়ে আছে আমাদের চাইতে। কমপিউটার প্রশিক্ষণকে শুধু সেবামূলক জরুরী কার্যক্রম হিসেবেই দেখছে না তারা, এ থেকে যথাসম্ভব ব্যবসায়িক স্বার্থও হাসিল করছে। এ কারণেই মাত্র বছর তিনেকের মধ্যেই দেশী, বিদেশী এবং যৌথ উদ্যোগে বহু প্রশিক্ষণ সংস্থা গড়ে উঠেছে সেখানে এবং তাদের কার্যক্রম দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। বস্তুত, কমপিউটার প্রশিক্ষণ এখন ভারতের একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ৩৫০ কোটি রূপীর বিশাল বাজার এবং এর প্রবৃদ্ধির কার্যকর সম্ভাবনা বাৎসরিক শতকরা ৬০ ভাগ। ভারতের বেসরকারী কমপিউটার প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলো এখন দেশের বাইরেও ব্যবসা করছে এবং এজন্য তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সফ্‌টওয়্যার বিক্রেতা সংস্থা আর দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও যুক্ত হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, একাঠামো সেবামূলক, জনকল্যাণ এবং ব্যবসার এই চমৎকার ক্ষেত্রটি সম্পর্কে কমপিউটার জগৎ বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাবিদ, প্রযুক্তিবিদ এবং ব্যবসায়ীমহলের গোচরীভূত হয়নি। কমপিউটার প্রশিক্ষণের এই ক্ষেত্রটিতে যত দ্রুত বিনিয়োগ শুরু হবে, দেশের জন্য ততই মঙ্গল।

দেশব্যাপী ইলেকট্রনিক মেইল কনফারেন্সিং-এর সুবিধাগুলো তুলে ধরে আমরা ইতোমধ্যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি পূর্ববর্তী সংখ্যায়। বাংলাদেশের সকল ইন্টারনেট তথা ই-মেইল ব্যবহারকারীদের একই গোষ্ঠীভূত করার এই প্রয়াসটি আশু প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিচ্ছে। দেশের ই-মেইল সেবীরা অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টি দেবেন বলে আমরা আশা করি।

একটি ছোট্ট প্রসঙ্গের পুণঃ অবতারণা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের প্রশাসন এবং রাজনীতিতে কমপিউটার ব্যবহার শুরু হয়েছে সেই রাজীব গান্ধীর সময় থেকেই। সম্প্রতি তাদের সাংসদদের জন্য কমপিউটার প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে এবং সাংসদরা তাদের স্ব-স্ব নির্বাচনী এলাকায় যেন অন্ততঃ একটি কমপিউটার প্রদান করেন সে নীতিও ঘোষিত হয়েছে। এর সূত্র ধরেই আমাদের সংসদ এবং প্রশাসনে কমপিউটারের ব্যবহার আরও বাড়ানোর জন্য আবেদন করছি।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুযোগ দিলে তারা এ অব্যবহৃত ক্ষমতা ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে পারেন এবং ফলশ্রুতিতে সার্ভিস প্রোভাইডার এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েই লাভবান হতে পারে।

লেখক সম্পাদক ঃ ❒ মোঃ হাসান শহীদ ❒ সাদেকুল আজিজ ❒ এহসান মাসুদ ❒ ইকো আজহার ❒ শামীম আখতার তুষার

উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
ডঃ আব্দুস সাত্তার সৈয়দ
সহযোগী সম্পাদক
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
সম্পাদনা সহযোগী
❒ শেখ এ. শহীদ ❒ আহমেদ হাসান
❒ আসিফ রাজ ❒ এইচ এস ফিরোজ
❒ জহিরুল করিম ❒ সমর রঞ্জন মিত্র
❒ সিরাজুল ইসলাম ❒ জান্নাতুল ফেরদৌস
❒ দারাজ হোসেন ❒ শম্পা মাহমুদ
❒ দিল আফরোজ ❒ আঃ ওয়াজেদ তমাল
বিদেশ প্রতিনিধি
তানভীর আহমেদ লেলিন — আমেরিকা
জামাল উদ্দীন মাহমুদ — আমেরিকা
ডঃ খান মনজুর-এ-খোদা — কানাডা
ডঃ এস মাহমুদ — বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অস্ট্রেলিয়া
এ,এস,এম, আশরাফুল হক — চীন
হারুনুর রশিদ — জাপান
আবুল কাশেম মিয়া — জাপান
এস, ব্যানার্জী — ভারত
আঃ কঃ মোঃ শামসুজ্জোহা — সিংগাপুর
মোঃ জাহিদুর রহমান — মালয়েশিয়া
এন, এম, জামাল — সুইডেন
মোঃ হাফিজুর রহমান — হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ — মধ্যপ্রাচ্য
প্রচ্ছদ ঃ এম. এ. হক অনু
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারল্যাইন
১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২, ৮৬৩২৫৫ ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২
মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১, বেগম বাজার, ঢাকা।
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক
এম. এ. হক অনু
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
শিরীন আখতার
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক
ফারজানা হামিদ
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২, ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২
ই-মেইল ঃ **comjagat@citechco.net**
অথবা **computer_jagat@bdnet.net**
কমপিউটার জগৎ বিবিএস ৮৬০৪৪৫, ৮৬৩৫২২

Editor : **S.A.B.M. Badruddoja**
Executive Editor :
Dr. Abdus Sattar Syed
Associate Editor :
Md. Tarequl Momen Chowdhury
Special Correspondent :
*** Kamal Arsalan * Mokammel Hossain**
Published by : **Nazma Kader**
146/1, Azimpur Road, Dhaka-1205.
Tel. : 866746, 505412.
Fax : 88-02- 862192
E-mail : **comjagat@citechco.net**